সুস্থ জীবনযাপনে সচেতনতা বাড়াতে কুষ্টিয়ায় যোগ দিবস পালন

একটি সুস্থ শরীর ও সুস্থ মনের জন্য মানুষের দৈনন্দিন জীবনে যোগব্যায়ামকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সকলকে অনুপ্রাণিত করার লক্ষ্যে কুষ্টিয়ায় আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উদযাপন করা হয়েছে।

গতকাল সকালে কুষ্টিয়া জেলা শিল্পকলা একাডেমির উন্মুক্ত মঞ্চে যোগ অনুশীলনের আয়োজন করা হয়।

সুস্থ জীবনযাপনে সচেতনতা বাড়াতে বাংলাদেশেও আন্তর্জাতিক যোগ দিবস পালিত হয়।

রাজশাহীস্থ ভারতীয় সহকারী হাই কমিশন’র উদ্যোগে এবং রোটারি ক্লাব অব কুষ্টিয়া, ভোরের পাখি ও সম্মিলিত সামাজিক জোট, কুষ্টিয়ার সহযোগিতায় ‘আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে’ বিভিন্ন বয়সী সহস্রাধিক মানুষ অংশগ্রহন করেন।

কুষ্টিয়া জেলা শিল্পকলা একাডেমির উন্মুক্ত মঞ্চের সবুজ বেষ্টনীতে এ দিবস উপলক্ষে আয়োজন করা হয় নানান অনুষ্ঠানের।

রোটারী ক্লাব অব কুষ্টিয়া, ভোরের পাখি ও সম্মিলিত সামাজিক জোটের সদস্যদের সমন্বয়ে দিবসটি উদযাপন করা হয়।

রোটারি ক্লাব অব কুষ্টিয়ার এডিশনাল গভর্নর অজয় সুরেকা বলেন, সুস্থ দেহ, সুন্দর মন-এটা আমরা সবাই চাই। শুধু চাইলেই হবে না, এজন্য আমাদের নিয়মিত শরীর চর্চা করতে হবে। যোগচর্চা আমাদের শরীর ও মন উভয়কেই উৎফুল্ল রাখে বলেও জানান তিনি।

এসময় যোগ ব্যায়ামের গুরুত্ব এবং শারীরিক ও মানসিক সুস্থতার জন্য এর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন তিনি।

কুষ্টিয়ায় যুব সংগঠনের মাঝে অনুদানের চেক বিতরণ

কুষ্টিয়ায় নির্বাচিত যুব সংগঠনের মাঝে অনুদানের চেক বিতরণ করা হয়েছে।

আজ শুক্রবার সকালে কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে চেক বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা প্রশাসক এহেতেশাম রেজা।

কুষ্টিয়া জেলা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উপপরিচালক মতিয়ার রহমানের সভাপতিত্বে এ সময় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) শারমিন আক্তার,সদর উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা মো. আতিকুল ইসলাম।

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের যুব কল্যাণ তহবিল হতে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে কুষ্টিয়া জেলার নির্বাচিত ১০টি যুব সংগঠনের মাঝে এ অনুদান দেয়া হয়।

আত্মবিশ্বাসী মানুষ গঠনে বিতর্ক অপরিসীম ভূমিকা পালন করে-একেএম শোয়েব

বাংলাদেশের বিতর্ক আন্দোলনের সর্ববৃহৎ কেন্দ্রীয় সংগঠন ন্যাশনাল ডিবেট ফেডারেশন বাংলাদেশ (এনডিএফ বিডি) এর চেয়ারম্যান একেএম শোয়েব বলেছেন, শিক্ষার্থীদের কথা বলার জড়তা দূর করে সুন্দর উচ্চারণ ও বাচনভঙ্গির মাধ্যমে যুক্তিবোধ সম্পন্ন চৌকস ও আত্মবিশ্বাসী মানুষ গঠনে বিতর্ক অপরিসীম ভূমিকা পালন করে।

তিনি বলেন, আমরা বিশ্বাস করতে চাই তরুণ প্রজন্ম পারবে আগামীর সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তুলতে। এনডিএফ বিডি সেই কাজ দেড় যুগ ধরে করে যাচ্ছে। বাংলাদেশে বিতর্ক আন্দোলনকে প্রান্তিক পর্যায়ে ছড়িয়ে

দিতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে বলেও জানান তিনি। আর এই বৃহৎ কাজটি করার ফলে আমরা একটি বিশাল পরিবার গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছি। শুধু বিতর্ক প্রতিযোগিতায় নয়, এসব কার্যক্রমের মাধ্যমে তরুণ ও আমরা যুবসমাজের মনকে সজীব, সতেজ ও আনন্দময় করার চেষ্টা করে যাচ্ছি প্রতিনিয়ত।

গতকাল বিকেলে শহরের খেয়া রেস্তোরাঁয় এনডিএফ বিডি এর কুষ্টিয়া জোন’ আয়োজিত মতবিনিময় কালে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

তিনি বলেন, আগামীর বাংলাদেশের মেধাবী,বুদ্ধি ভিত্তিক, আলোকিত, সুদক্ষ নাগরিক হিসেবে দেশপ্রেমী প্রজন্ম বিনির্মাণে তাদের জীবনকে বাজি রেখে যুক্তির পথ পরিক্রমায় বাংলাদেশে বিতর্ক আন্দোলনকে প্রান্তিক পর্যায়ে ছড়িয়ে দিতে হবে। কুষ্টিয়ার সকল উপজেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে আমরা মেধাবী বিতার্কিকদের খুঁজে বের করতে শীঘ্রই প্রতিযোগীতার আয়োজন করা হবে বলেও জানান তিনি।

এনডিএফ বিডির মডারেটর নাদিরা খানমের সভাপতিত্বে এসময় উপস্থিত ছিলেন এনডিএফ বিডির কেন্দ্রীয় কমিটির পরিচালক এসএম জামাল, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বিতার্কিক কামরুল হোসেন রোহিত, কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজের বিতার্কিক মির্জা আলভি, বিতার্কিক রেদুয়ানুল ইসলাম, স্বপ্ন প্রয়াস যুব সংস্থার সভাপতি সাদিক হাসান রোহিদ প্রমুখ।

প্রসঙ্গত, বাংলাদেশ দেশের অন্যতম বৃহত্তম বিতর্ক সমিতি ও বিতর্ক প্রতিযোগিতা সংগঠন। এটি জাতীয় বিতর্ক উৎসব, চিকিৎসা বিতর্ক উৎসব, বিতর্ক প্রতিযোগিতা, বিতর্ক কর্মশালা, ক্যারিয়ার এবং বিতর্ক স্কুল, কুইজ প্রতিযোগিতা এবং নেতৃত্বের দক্ষতা উন্নয়ন কর্মশালার আয়োজন করে থাকে। এই সংগঠনের মূল উদ্দেশ্য হল বিভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সামাজিক সচেতনতা তৈরি করা এবং মূল্য ভিত্তিক মানব সম্পদের বিকাশের সুবিধার্থে জেলা পর্যায়, বিভাগীয় পর্যায় এবং জাতীয় পর্যায়ে বিতর্ক প্রতিযোগিতা আয়োজন করা।

চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের যুগে প্রযুক্তিগত উন্নয়ন দরকার: এমপি কামারুল আরেফীন

কুষ্টিয়া -২ (মিরপুর-ভেড়ামারা) আসনের সংসদ সদস্য কামারুল আরেফীন বলেছেন, চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের যুগে প্রযুক্তিগত উন্নয়ন দরকার। প্রযুক্তির এ যুগে যে পরিবর্তন আসবে সে জন্য দক্ষ জনশক্তির প্রযোজন। তাই কারিগরি শিক্ষার বিকল্প নেই। আগামী প্রজন্মকে কারিগরি ও প্রযুক্তি শিক্ষায় দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তর করতে হবে।

আজ বৃহস্পতিবার সকালে কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার বলিদাপাড়া পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট এর ঈদ পুনর্মিলনী উপলক্ষে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

তিনি বলেন, কারিগরি শিক্ষার উপর গুরুত্ব দিয়েছে সরকার। আধুনিক ও বিজ্ঞান সম্মতভাবে শিক্ষাদান করা হয়ে থাকে তাই কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষা লাভ করলে কারও বেকার থাকা লাগেনা, চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের এই যুগে কারিগরি শিক্ষার বিকল্প নাই বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের প্রভাবে দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক বাজারে যে পরিবর্তন হবে, তার সঙ্গে দেশের জনশক্তিকে মানিয়ে নিতে এখনই প্রস্তুত হওয়ার আহ্বান জানান সংসদ সদস্য কামারুল আরেফীন।

বলিদাপাড়া পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট এর সভাপতি প্রকৌশলী আলমগীর হোসেনের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মিরপুর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এ্যাড. আব্দুল হালিম, বাংলাদেশ ব্যাংকের যুগ্ম পরিচালক ও বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক নাজমুল হুদা, এমপির সহধর্মিণী দিশা আরেফিন, বারুইপাড়া ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি ও ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান শফিকুল ইসলাম মন্টু, ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মমিনুল হক মোমিন, সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান সাইদুর রহমান।

সভাপতির বক্তব্যে বলিদাপাড়া পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট এর সভাপতি প্রকৌশলী আলমগীর হোসেনের হোসেন বলেন, দক্ষ ও জনশক্তি তৈরি করতে সক্ষম এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। আমাদের মিরপুর উপজেলার মধ্যে একটিমাত্র কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বলিদাপাড়া পলিটেকনিক

ইনস্টিটিউট। প্রায় দুই বিঘা জমির উপর নিজস্ব সম্পত্তির উপর গড়ে তোলা এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পাঠদান করে আসছে। আমরা প্রত্যাশা করি আজকের প্রধান অতিথি যদি একটু নজর দেন তাহলে সেরা প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে পারবো। এখন অবধি ভালো ফলাফল করছে এ প্রতিষ্ঠান।

পরে অতিথিদের ফুল ও ক্রেস্ট দিয়ে শুভেচ্ছা জানানো হয়।

কুষ্টিয়ায় এশিয়ান টিভির সাংবাদিককের উপর সন্ত্রাসীদের হামলা

কুষ্টিয়ায় বেসরকারি টেলিভিশন এশিয়ান টিভির স্টাফ রিপোর্টার, টেলিভিশন জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক ও দৈনিক সত্য খবর পত্রিকার সম্পাদক হাসিবুর রহমান রিজুর (৪৬) ওপর হামলা চালিয়েছে সন্ত্রাসীরা।

গতকাল বুধবার বিকেল পাঁচটার দিকে কুষ্টিয়া শহরসংলগ্ন হাটশ হরিপুর ইউনিয়নের হাটশ হরিপুর বাজারে এ হামলার ঘটনা ঘটে।

হামলায় হাসিবুরের দুই পা, দুই হাত ও মাথায় গুরুতর জখম হয়েছে। কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে প্রায় ১ ঘণ্টা ধরে অস্ত্রোপচার শেষে তাঁকে উন্নত চিকিৎসার রাত সাড়ে আটটার দিকে ঢাকায় পাঠানো হয়। এদিকে এ ঘটনায় বাবর আলাদা নামে একজনকে আটক করেছে কুষ্টিয়া মডেল থানা পুলিশ। এছাড়াও অন্য আসামিদের গ্রেপ্তারের জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছ তারা।

এদিকে এ ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে রাতেই কুষ্টিয়া প্রেসক্লাবের নেতা-কর্মীরা শহরে বিক্ষোভ মিছিল করেন। কুষ্টিয়া প্রেসক্লাবের সভাপতি আল মামুন সাগর, সাধারণ সম্পাদক আবু মণি জুবায়েদ ও কুষ্টিয়া টেলিভিশন জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি আনিসুজ্জামান ডাবলুর সঙ্গে বৈঠক করেন। সাংবাদিক নেতারা দোষীদের

আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে গ্রেপ্তারের সময়সীমা বেঁধে দেন ও কুষ্টিয়া মডেল থানায় গিয়েও বিক্ষোভ করেন। পুলিশের শীর্ষ কর্মকর্তার আশ্বাসে সাংবাদিকেরা তাঁদের কর্মসূচি স্থগিত করেন।

পুলিশ, স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, হাসিবুর বিকেলে বাড়ি থেকে বের হয়ে বাজারের দিকে যাচ্ছিলেন। এ সময় ৮ থেকে ১০ যুবক তাঁকে ঘিরে ধরেন। তাঁদের হাতে থাকা হকিস্টিক ও দেশীয় ধারালো অস্ত্র দিয়ে এলোপাতাড়ি মারধর করতে থাকেন। মাটিতে ফেলে ১০ থেকে ১৫ মিনিট দুই পা, দুই হাত ও মাথায় আঘাত করেন। শরীরের বিভিন্ন জায়গায়ও হকিস্টিক দিয়ে পেটানো হয়। এ সময় আরও ১৫ থেকে ২০ জন যুবক-কিশোর মারধরকারীদের ঘিরে রাখেন। বাজারে থাকা লোকজন এগিয়ে আসার সাহস পান না।

খবর পেয়ে পুলিশ ও হাসিবুরের স্বজনেরা গুরুতর জখম অবস্থায় হাসিবুর রহমান রিজুকে উদ্ধার করে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করেন। সেখানে প্রায় ১ ঘণ্টা ধরে অস্ত্রোপচার করানো হয়।

কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের আবাসিক চিকিৎসা কর্মকর্তা (আরএমও) ডা: তাপস কুমার সরকার বলেন, হাসিবুরের দুই পা, দুই হাত ও মাথায় আঘাতে জখম হয়েছে। মাথায় চারটি সেলাই পড়েছে। দুই পা থেঁতলানো। বাঁ হাতের রক্তনালি কেটে গেছে। এটা গুরুতর। এ ছাড়া শরীরের বিভিন্ন জায়গায় এলোপাতাড়ি মারধর রয়েছে। তাঁর অবস্থা এই মুহূর্তে বলা যাচ্ছে না। উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁকে ঢাকায় পাঠানো হয়েছে।

রাত সাড়ে আটটার দিকে হাসিবুরকে অ্যাম্বুলেন্সে করে ঢাকায় পাঠানো হয়। হাসপাতালে কুষ্টিয়ায় কর্মরত বিভিন্ন গণমাধ্যমের সংবাদকর্মীরা ভিড় করেন।

এদিকে হাসপাতালে জরুরি বিভাগে নেওয়ার সময় হাসিবুর সাংবাদিকদের কাছে ঘটনায় জড়িত কয়েকজনের নাম বলে গেছেন। সেই ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। হাসিবুর বলেন, হামলাকারীর মধ্যে রয়েছে হাটশ হরিপুর এলাকার শিপন, আসলাম, মুরাদ, ফারুক, সাজ্জাদসহ আরও ১০ থেকে ১৫ জন।

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম অ্যান্ড অপস্) পলাশ কান্তি নাথ বলেন, পুলিশের কর্মকর্তারাও হাসিবুর রহমান রিজুর দেওয়া নামগুলোর প্রাথমিক সত্যতা পেয়েছেন। হামলার পেছনে পারিবারিক বা এলাকাভিত্তিক কোনো বিরোধ থাকতে পারে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে।

এদিকে রাতে হাটশ হরিপুর ইউনিয়নের বোয়ালদহ এলাকার মৃত: আকবর আলীর ছেলে মো: বাবর আলীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন কুষ্টিয়া মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শেখ মোহাম্মদ সোহেল রানা।

র্যাবের অভিযানে সাড়ে ১৫ কেজি গাঁজাসহ মাদক ব্যবসায়ী আটক

র্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব-১২) সিপিসি-৩, মেহেরপুর ক্যাম্প মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে সাড়ে ১৫ কেজি গাঁজাসহ মোঃ মিরাজুল ইসলাম(৪৬) নামের এক মাদক কারবারীকে আটক করেছে। এসময় তার স্ত্রী মোছা: সীতা খাতুন (৩৭) পালিয়ে গেছে।

আটক মিরাজুল ইসলাম কুষ্টিয়া সদর উপজেলার কবুরহাট গ্রামের মৃত ওমেদ আলী মন্ডলের ছেলে।

আজ রবিবার (১৬ জুন) সকাল ৮ টার সময় কুষ্টিয়া সদর উপজেলার কবুরহাট (সর্দারপাড়া) এলাকায় ধৃত আসামী মোঃ মিরাজুল ইসলামের বাড়িতে মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করা হয়। এসময় তার বসতবাড়ির একটি কক্ষ থেকে সাড়ে ১৫ কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়। র্যাবের উপস্থিতি টের পেয়ে তার স্ত্রী মোছাঃ সীতা খাতুন সুকৌশলে পালিয়ে যান। গাঁজার আনুমানিক মূল্য ৪ লাখ সাড়ে ৬৬ হাজার টাক বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে।

র্যাব-১২, সিপিসি-৩, মেহেরপুর কোম্পানী কমান্ডার সহকারী পুলিশ সুপার মোঃ মনিরুজ্জামান সঙ্গীয়ফোর্সসহ মাদক বিরোধী এই বিশেষ অভিযান পরিচালনা করেন।

র্যাব-১২, সিপিসি-৩, মেহেরপুর কোম্পানী কমান্ডার সহকারী পুলিশ সুপার মোঃ মনিরুজ্জামান জানান, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে আসামীদ্বয় পরস্পর যোগসাজসে দীর্ঘদিন যাবৎ লোক চক্ষুর আড়ালে কুষ্টিয়া জেলা সহ আশপাশের বিভিন্ন এলাকায় মাদক দ্রব্য কেনা-বেচা করে এলাকার যুব সমাজকে ধ্বংস করছে।

গাঁজা উদ্ধারের ঘটনায় কুষ্টিয়া সদর থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দিয়ে গ্রেফতারকৃত আসামী ও উদ্ধারকৃত আলামত আইনানুগ পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য কুষ্টিয়া জেলার সদর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

কুষ্টিয়ায় পুলিশের সঙ্গে বিএনপি নেতাকর্মীদের সংঘর্ষ

কুষ্টিয়ায় পুলিশের সঙ্গে বিএনপি নেতাকর্মীদের সংঘর্ষ হয়েছে। আজ শনিবার বিকেলে সদর উপ জেলার বটতৈল ইউনিয়নের কবুরহাট সর্দার পাড়া এলাকায় সংঘর্ষটি হয়। এ সময় দলটির নেতাকর্মীরা পুলিশের দিকে ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করে। পুলিশও বিএনপি নেতাদের ছত্রভঙ্গ করতে টিয়ার সেল ছোড়ে।

পুলিশ জানায়, আজ বিকেলে অনুমতি না নিয়েই কবুরহাট এলাকায় কর্মসূচির আয়োজন করে বিএনপি নেতাকর্মীরা। সমাবেশে যোগ দিতে বিএনপি, যুবদল, ছাত্রদলসহ সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা কর্মসূচিস্থলে আসতে থাকেন। দলটির নেতাদের অভ্যন্তরীণ কোন্দলের কারণে বিশৃঙ্খলা ঘটাতে পারে এমন তথ্যের ভিত্তিতে পুলিশ সেখানে যায়। এ সময় পুলিশকে লক্ষ্যে করে বিএনপি ও তাদের সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা ইট-পাটকেল ছুড়তে থাকে।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ কয়েক রাউন্ড টিয়ারশেল নিক্ষেপ করে। প্রায় ৩০ মিনিট ধরে সংঘর্ষ চলে। এক পর্যায়ে বিএনপি ও তাদের সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা পালিয়ে যান।

ঘটনাস্থলে থাকা জেলা বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক প্রকৌশলী জাকির হোসেন সরকার বলেন, কেন্দ্র থেকে বিএনপি নেতাদের একটি দল কুষ্টিয়ায় আসলে তাদের নিয়ে পুলিশের মৌখিক অনুমতিতে শহরের নবীন টাওয়ারে সমাবেশের আয়োজন করেছিলাম। বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অভিযোগ তুলে অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার আগে পুলিশ আমাদের সমাবেশ বন্ধ করতে বলে। ছোট পরিসরে অন্য কোথাও সমাবেশ করার জন্য বলা হয়। সেই মোতাবেক কবুরহাটে অবস্থিত যুবদল নেতা মজিদের বাড়িতে কেন্দ্রীয়

নেতাদের নিয়ে যায়। সেখানেও পুলিশ গিয়ে নেতাকর্মীদের মারধর শুরু করে। এ সময় নেতাকর্মীরা উত্তেজিত হয়ে কয়েকটা ইট নিক্ষেপ করে। এরপরেই পুলিশ নেতাকর্মীদের লক্ষ্যে করে টিয়ার শেল নিক্ষেপ করে। এসময় ১০ থেকে ১২ জন আহত হয়েছেন।

কুষ্টিয়া মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শেখ মোহাম্মদ সোহেল রানা বলেন, এ ঘটনায় একজনকে আটক করা হয়েছে।

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম এন্ড অপস) পলাশ কান্তি নাথ বলেন, তারা (বিএনপি) অনুমতি ছাড়াই কর্মসূচির আয়োজন করেছিল। কর্মসূচিস্থলে পুলিশ দেখে বিএনপি নেতাকর্মীরা ইট পাটকেল নিক্ষেপ করে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে যে ধরনের ব্যবস্থা প্রয়োজন ছিল তা আমরা নিয়েছি।

কুষ্টিয়ায় নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক সচেতনতামূলক কর্মশালা

কুষ্টিয়ায় বিভাগীয় পর্যায়ে নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক জনসচেতনতামূলক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ সোমবার (৩ জুন) সকালে কুষ্টিয়া জেলা শিল্পকলা একাডেমী মিলনায়তনে নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ এ কর্মশালার আয়োজন করে।

এ কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের যুগ্ম সাধারন সম্পাদক ও কুষ্টিয়া-৩ সদর আসনের সংসদ সদস্য মাহবুব-উল আলম হানিফ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করতে জনসচেতনতা বাড়াতে হবে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনের প্রতিটি লক্ষ্যের সঙ্গেও নিরাপদ খাদ্য গভীরভাবে জড়িত। কিন্তু এসডিজি অর্জনের অন্তরায় অনিরাপদ খাদ্য। তাই নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত পারলেই উন্নয়ন টেকসই হবে।

তিনি বলেন, আইন কিংবা চাপ দিয়ে খাদ্যে ভেজাল নির্মূল করা কঠিন। এ

জন্য প্রয়োজন নিরাপদ খাদ্য পেতে জনসচেতনতামূলক বার্তা ছড়িয়ে দিতে হবে সবার মাঝে, যাতে নিরাপদ খাদ্যের মৌলিক অধিকারের দাবি সামাজিক আন্দোলনে রূপ নেয়।

কুষ্টিয়া চাউল ব্যবসায়ীদের উদ্দেশ্যে কঠোর সমালোচনা করে তিনি বলেন, চাউল যেভাবে পালিশ করা হয় তাতে চালের গুনাগুন ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। চাল পালিশের পরে শুধুমাত্র আমরা কার্বোহাইড পাচ্ছি। এসব থেকে চাল ব্যবসায়ীদের বেরিয়ে আসতে হবে। ভোক্তার দিকেও খেয়াল রাখতে হবে। এমপি বঙ্গবন্ধুর কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিনি নিরাপদ খাদ্যের বিষয়টি অনুধাবন করে স্কুল লেভেলের পাঠ্যপুস্তকেও নিরাপদ খাদ্যের বিষয়টিঅন্তর্ভুক্ত করেছেন।

স্বাস্থ্যই সকল সুখের মুল উল্লেখ করে হানিফ আরও বলেন, স্বাস্থ্যই জীবনের সকল সুখের মূল।
স্বাস্থ্যবান জাতি গঠনে নিরাপদ খাদ্যের কোনও বিকল্প নেই। কারণ একটি জাতি শুধু অর্থনীতির মানদণ্ডে উন্নত জাতিতে পরিণত হয় না। সেখানে নিরাপদ খাবার এবং সুস্বাস্থ্য একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক। টেকসই উন্নয়নের জন্য তাই সবার জন্য নিরাপদ খাবারের সংস্থান করতে হবে।
তাই নিজেকে সুস্থ থাকতে হলে ভালো খাবারের পাশাপাশি শরীর চর্চাতেও বিশেষ দৃষ্টি দেওয়ার উপর গুরুত্বারোপ করেন।

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব) জাকারিয়ার সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি ছিলেন কুষ্টিয়া-১ (দৌলতপুর) আসনের সংসদ সদস্য আলহাজ্ব রেজাউল হক চৌধুরী, কুষ্টিয়া-২ (মিরপুর-ভেড়ামারা) আসনের সংসদ সদস্য আলহাজ্ব কামারুল আরেফীন, কুষ্টিয়া-৪ (খোকসা-কুমারখালী) আসনের সংসদ সদস্য আব্দুর রউফ, জেলা প্রশাসক মোধ এহেতেশাম রেজা, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার তারেক জোবায়ের, জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি ও জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলহাজ্ব সদর উদ্দিন খান প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে মুল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের প্রকল্প পরিচালক আবু নুর মো: শাসুজ্জামান।

জেলা নিরাপদ খাদ্য অফিসার সজীব পাল পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন এর মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্য সংক্রান্ত তথ্যাবলি উপস্থাপন করেন। তিনি উপস্থিত সকলের মাধ্যমে কুষ্টিয়াবাসীর মাঝে নিরাপদ খাদ্য বিষয়ে

সচেতনতা সৃষ্টির আহবান জানান।

সভাপতির বক্তব্যে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব) জাকারিয়া বলেন, নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতে দরকার আন্তঃসংস্থা সমন্বয়। খাদ্যব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্রে সরকারের অনেকগুলো সংস্থা কোনো না কোনোভাবে জড়িত। সবগুলো সংস্থাকে এক টেবিলে বসিয়ে কোনো বিষয়ে রাজি করানো খুব জটিল ও সময়সাপেক্ষ কাজ। তাই ধীরে ধীরে সবার সহযোগিতার মাধ্যমে দেশে নিরাপদ খাদ্যের পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে।

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প আয়োজিত এ কর্মশালায় জনপ্রতিনিধি, হোটেল-রেস্তোরা ব্যবসায়ী, খাদ্য ব্যবসায়ী সমিতির প্রতিনিধি, গণমাধ্যম কর্মী ও সরকারি কর্মকর্তারা অংশগ্রহণ করেন।

এরআগে ‘পত্রিকা খুললেই লুটপাটের খবর, সরকার হাজার হাজার আজিজ-বেনজীর তৈরী করেছে’ বিএনপির এমন অভিযোগ সম্পর্কে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবউল আলম হানিফ এমপি বলেছেন, সরকার কোন দূর্ণীতিবাজকে পৃষ্টপোষকতা করছে না। আমাদের সরকার দুর্ণীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স ঘোষনা করে দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহন করছে।

দুর্নীতির জন্য সরকারকে ঢালাও ভাবে অভিযোগ করার কোন সুযোগ নেই। রাষ্ট্রের উচ্চ বা নিম্ন পর্যায়ের সরকারী কর্মকর্তা বা কোন ব্যাক্তি যদি অনিয়ম দুর্নীতি করেন তবে গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর প্রথম কাজ হচ্ছে তাদের সমন্ধে সঠিক তথ্য সরকারকে দেওয়া। এক্ষেত্রে গোয়েন্দাদের ব্যর্থতা হিসেবে চিন্নিত হবে।

আর বিএনপির উদ্দ্যেশে হানিফ বলেন, বিএনপির দুই শীর্ষ নেতা বেগম খালেদা জিয়া ও তারেক রহমান দূর্ণীতি, অর্থপাচার, অর্থ কেলেকারীর দায়ে অভিযুক্ত হয়ে আদালত কর্তৃক দণ্ডপ্রাপ্ত হয়েছে, সেই দলের নেতাদের মুখে দূর্ণীতির বিরুদ্ধে কথা বলা মানায় না।

দ্রব্যমল্যে বৃদ্ধি প্রসঙ্গে হানিফ বলেন, সারাবিশ্বেই দব্যমূল্যের দাম বেড়েছে। বাংলাদেশেও তার প্রভাব পড়েছে। দব্যমূল্য বাড়লে সবারই কস্ট হয়। তাই সরকার যতটুকু সম্ভব এটা নিয়ন্ত্রনের চেস্টা করে যাচ্ছে বলেও জানান তিনি।

বাংলাদেশের রাজনীতিতে যে অবক্ষয় এর সবগুলোই সৃষ্টি হয়েছিল জিয়াউর রহমানের হাত ধরে– হানিফ

আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবউল আলম হানিফ এমপি বলেছেন, এই বাংলাদেশের রাজনীতিতে যে অবক্ষয়, যে দুর্বৃত্তায়ন এর সবগুলোই সৃষ্টি হয়েছিল জিয়াউর রহমানের হাত ধরে। ১৯৭৫ সালে জাতির পিতাকে হত্যার পর রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে। জিয়াউর রহমান তখন এ দেশের রাজনীতিটাকে ধ্বংস করে দিয়েছিল। আওয়ামী লীগকে ধ্বংস করতে তিনি সেই সময় মিজান চৌধুরীসহ অনেক রাজনীতিবিদদের টাকা দিয়ে দল ভেঙেছিলেন। বাংলাদেশের রাজনীতির কলুষিত যত কাজ সবগুলো করেছিলেন জিয়াউর রহমান। সেই দলের একজন কর্মী মির্জা ফখরুলের এত বড় গলায় কথা বলার কোনো সুযোগ নাই।

আজ শুক্রবার সকাল ১১টায় কুষ্টিয়া শহরের নিজ বাসভবনে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এসব কথা বলেন মাহবুবউল আলম হানিফ।

হানিফ বলেন, একটা প্রবাদ আছে চোরের মায়ের বড় গলা, মির্জা ফখরুলের এখন সেটাই হয়েছে। এই বাংলাদেশে যত অন্যায় অনিয়ম যত হত্যা খুন রাহাজানি সবই হয়েছে ২০০১ থেকে ২০০৬ সালে পর্যন্ত বিএনপি রাষ্ট্রক্ষমতায় থাকতে হয়েছে।

তিনি তারেক রহমান প্রসঙ্গে বলেন, তারেক রহমানকে দেশে এনে বিচার করে শাস্তি দিতে পারলে বিএনপি যে অরাজকতা করে তা বন্ধ হয়ে যাবে। কারণ এ দেশে যত সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড সব বিএনপির নেতৃত্বে হয় এবং সেটা লন্ডনে বসে তারেক রহমানের নেতৃত্বে ও নির্দেশেই হয়।

জ্বালানি তেলের দাম বৃদ্ধি প্রসঙ্গে হানিফ আরো বলেন, জ্বালানি তেলের দাম ১ টাকা বা ২ টাকাই বৃদ্ধি পাক তা সাধারণ মানুষের ওপর চাপ হয় কিন্তু আমদানিমূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় সরকারকে দাম বাড়াতে হচ্ছে।

এসময় কুষ্টিয়া-২ আসনের সংসদ সদস্য কামারুল আরেফিন সহ স্থানীয় আওয়ামী লীগ দলীয় নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

কুষ্টিয়া শিল্পকলা একাডেমি মঞ্চে নাট্যকার মাসুম রেজার ‘এডিটর মহাশয়’

কুষ্টিয়া শিল্পকলা একাডেমি মঞ্চে আজ সন্ধ্যায় মঞ্চস্থ হবে গ্রামীণ সাংবাদিকতার পথিকৃৎ কাঙাল হরিনাথের জীবন ও কর্ম নিয়ে নাট্যকার মাসুম রেজার রচনা ও নির্দেশনায় এডিটর মহাশয়’।

কুষ্টিয়ার কুমারখালীর গ্রামীণ জনপদে জন্ম নেয়া কাঙাল হরিনাথ মজুমদার কিভাবে হয়ে উঠেছিলেন নিপীড়িত মানুষের আশা ভরসার আশ্রয়। সেই সত্য ঘটনাবলীই এই নাটকে উঠে আসবে এ নাটকে।

মাসুম রেজার নিজেই নাটকটির রচনা ও নির্দেশনায় রয়েছেন। কয়েক সপ্তাহ ধরে জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে চলছে দফায় দফায় রিহার্সাল। সেখানেও তার উপস্থিতির দেখা মেলে।

জেলা শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে মঞ্চস্থর জন্য ইতিমধ্যে যাবতীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে। বোধন থিয়েটার কুষ্টিয়া এ নাটকটির প্রযোজনা করেছে। এডিটর মহাশয় বোধন থিয়েটারের ২৮তম প্রযোজনা।

নাটকটির পরিকল্পনা ও সার্বিক বিষয় নিয়ে নাট্যকার মাসুম রেজা বলেন, এ নাট্যের সময়কাল ১৮৬৩ সালের গোড়ার দিক থেকে শুরু। এই সময়কালে কুমারখালী থেকে গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা শিরোনামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ হতে শুরু করে। যার এডিটর কাঙাল হরিনাথ মজুমদার। আঠারোশ’ বাহাত্তর সালে যখন পাবনা ও সিরাজগঞ্জে কৃষক বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে তখন তৎকালীন জমিদাররা বিদ্রোহ সংগঠনের অভিযোগ আনেন গ্রামবার্ত্তার বিরুদ্ধে। কাঙালকে উপুর্যুপরি হত্যাচেষ্টা চালাতে থাকেন তাঁরা। সকল লোভ ও ভয়কে উপেক্ষা করে একজন এডিটর যখন বলে ওঠেন; জমিদার যদি তাঁর ছোবল

সঙ্কুচিত না করেন, প্রজাদের যত্ম না নেন, তবে আমার পত্রিকা নীরব থাকবে না। সেই এডিটর তখন আর কেবল এডিটর থাকেন না। মানুষের কাতারে নেমে তিনি সেইসব মানুষেরই একজন হয়ে যান। এ নাট্যের সকল ঘটনাবলীই সত্যনির্ভর। সেইসব ঘটনাকে শব্দ, নিঃশব্দ ও সংলাপে মূর্ত করা হয়েছে।

জেলা শিল্পকলা একাডেমির সাধারণ সম্পাদক আমিরুল ইসলাম বলেন, নাটকটি উপস্থাপনার ক্ষেত্রে যে মঞ্চসজ্জা ব্যবহৃত হয়েছে তা বাস্তবতা বা ইতিহাসকে আশ্রয় করে নির্মিত হয়নি, কারণ সেই সময়কে প্রকৃতরূপে মঞ্চে স্থাপন যেমন দুরূহ তেমনি ব্যয়বহুল। ফলে আবহ তৈরীতে ইঙ্গিতবহ মঞ্চনির্মাণ করা হয়েছে। পোশাক পরিকল্পনার ক্ষেত্রে একটা সাধারণীকরণ মাপকাঠি মেনে চলা হয়েছে। যে ধরণের পরিধানে একজন কৃষককে বা জমিদারকে, ইংরেজ সাহেবকে আঁচ করে নেওয়া যায় সে ধরণের পরিচ্ছদেই সজ্জিত হবেন এডিটর মহাশয়ের অভিনয়শিল্পীরা।

মাসুম রেজা আরো বলেন, বোধন থিয়েটার আমার নিজের দল আমি এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। নিজের দলে, নিজের লেখা নাটকের নির্দেশনা দিতে পারার আনন্দে আমি উল্লসিত। ইতিহাসে এমন সাক্ষ্য নেই যে কাঙালের সাথে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাক্ষাত হয়েছিলো, এমন সাক্ষ্যও নেই যে তাঁদের সাক্ষাত হয়নি। ফলে আমি এ নাট্যের অন্তে রবিঠাকুরের সাথে কাঙালের কল্পিত কথপোকথন দেখিয়েছি। ইতিহাসে কল্পনার স্থান না থাকলেও সাহিত্যে তা সিদ্ধ। কোন অভিপ্রায়ে আমি তা করেছি তা এ নাট্য দর্শনে বোধগম্য হবে।

জেলা শিল্পকলা একাডেমির সুত্রে জানা গেছে, এ নাটকটি দেখতে দর্শকদের প্রদর্শনী মুল্য রাখা হয়েছে একশো এবং ৫শ টাকা। ইতিমধ্যে অনেক দর্শক অগ্রিম টিকিট বুক দিয়েছে।